The International Independent Fact-Finding Mission on Myanmar (FFM)

ইন্টারন্যাশনাল ইনডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন অন মিয়ানমার (এফএফএম-Fact-Finding Mission)

গঠন:

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল (রেজোলিউশন এ /এইচআরসি / আরইএস / ৩৪/২২) কর্তৃক ২০১৭ সালের ২৪ মার্চ এফএফএম গঠিত হয়। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে এফএফএমের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় এবং এর দ্বারা সংগ্রহীত প্রমাণাদি ইনডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ মেকানিজম ফর মিয়ানমার (আইআইএমএম)-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

কাজের পরিধি (ম্যান্ডেট):

অভিযোগ রয়েছে যে,
২০১১ সাল থেকে মিয়ানমারের সরকারি নিরাপত্তা বাহিনী এবং/কিংবা কিছু জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী বিশেষত রাখাইন, কাচিন এবং উত্তর শান রাজ্যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটায়। এফএফএমের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই অভিযোগের পরিস্থিতি সমূহ অনুসন্ধানের মাধ্যমে এর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা যেন চিহ্নিত অপরাধীদের পূর্ণ জবাবদিহিতা এবং ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা যায়।

কমিশনারবর্গ:

ইন্দোনেশিয়ার মার্জুকি দারুসমান (চেয়ারম্যান), শ্রীলঙ্কার রাধিকা কুমারস্বামী এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টোফার ডমিনিক সিডোটি কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রতিবেদনসমূহ:

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে ৪৪৪ পৃষ্ঠার মূল প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। এফএফএম পরবর্তীতে ২০১৯ সালের আগস্টে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর ব্যবসায়িক সম্পর্ক এবং মিয়ানমারে যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বিষয়ক আরো দুইটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হয়।

অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলসমূহ:

- মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী (তাতমাডও) রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা এবং কাচিন ও শান রাজ্যে মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটন করে।
- রাখাইন রাজ্যে তাতমাডও "ক্লিয়ারেন্স অপারেশন" পরিচালনা করে যার ফলে ৭২৫,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা প্রাণভয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে, এই অপারেশনের মাধ্যমে পরিকল্পিত গণধর্ষণ ও খুনসহ প্রায় ১০,০০০ টি মৃত্যুর (একটি রক্ষণশীল অনুমান) মতো ঘটনা সংঘটিত হয়।
- এফএফএম মিয়ানমারে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক ও বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যও নথিভুক্ত করে।
- এফএফএম এইসব অপরাধের জন্য সর্বাধিক দায়ী হিসাবে ছয়জন সিনিয়র কমান্ডারের নাম চিহ্নিত করে।
- এফএফএম সামরিক বাহিনীর ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্পর্ক বিষয়গুলির পাশাপাশি সংঘর্ষ চলাকালে যৌন ও লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনাও নথিভুক্ত করে।
- এফএফএম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইনফোগ্রাফিক্সে আরও বিশদ দেখুন।[1]

[1] https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/MyanmarFFM/Pages/ReportoftheMyanmarFFM.aspx

সুপারিশসমূহ:

এফএফএম দাবি করেছেঃ

- গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং যুদ্ধাপরাধ সংঘটনের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ, সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইং এবং তার শীর্ষ সামরিক নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা শুরু করা।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কাউন্সিল কর্তৃক মিয়ানমারের অভিযুক্তদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)-তে প্রেরণ করা অথবা একটি অ্যাড হক (অস্থায়ী) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা।
- মিয়ানমারে সংঘটিত আন্তর্জাতিক অপরাধ সংক্রান্ত সত্যানুসন্ধান করার নিমিত্তে একটি স্বাধীন-স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক মানের তদন্তকারী সংস্থা (ইনডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেটিভ মেকানিজম ফর মিয়ানমার-আইআইএমএম) তৈরি করা।
- অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিদেশ ভ্রমণ নিষিদ্ধকরণ এবং সম্পদ ব্যবহার বন্ধ করা সহ বিশেষ নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা করা।
- মিয়ানমার রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর জন্য সমস্ত আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তা বন্ধ করা।
- জাতিসংঘ কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তার জন্য একটি অর্থ তহবিল তৈরি করা।

সুবিধাসমূহ:

- সত্যানুসন্ধানকালে এফএফএম কেবল ব্যক্তিদের (অভিযুক্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্থ) উপরই মনোনিবেশ করে না, বরঞ্চ তাতমাডও-কেও একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর বিভিন্ন কার্যক্রম তদন্ত করে দেখেছে। মূল রিপোর্টে অপরাধ সংঘটনের বিভিন্ন ধরনগুলো লক্ষণীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়।
- এফএফএমের কার্যপরিধি অনুযায়ী সত্যানুসন্ধানটি সমস্ত মিয়ানমার, বিশেষত রাখাইন, কাচিন এবং উত্তরের শান অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।
- এফএফএম সত্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফলগুলি কমিশনারবৃন্দ দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে উচ্চ পদস্থ প্রকাশ্য প্রতিবেদন হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।
- এফএফএম কর্তৃক সংগৃহীত প্রমাণগুলি আইআইএমএম-এর কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং প্রয়োজনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও, যেমনঃ আইসিজে, আইসিসি ইত্যাদি প্রমাণগুলি ব্যবহার করতে পারে।

সীমাবদ্ধতাসমূহ:

- এফএফএম অপরাধীদের বিচার করতে বা শাস্তি দিতে পারে না।
- এফএফএম কেবল সুপারিশ করতে পারে। কোনো সরকারকে সুপারিশসমূহ কার্যকর করতে বাধ্য করতে পারে না।
- ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে এফএফএমের কাজের পরিধির (ম্যান্ডেট) সমাপ্ত করা হয়।

আরও তথ্য এখানে পাওয়া যাবে: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/myanmarffm/pages/index.aspx

***